দাবি পূরণ না হলে কঠোর হওয়ার হুমকি বুয়েট শিক্ষার্থীদের

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি | ঢাকা , বুধবার, ৩০ অক্টোবর ২০১৯

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকে কেন্দ্র করে ১০ দফা দাবি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে আসা সাধারণ শিক্ষার্থীরা ফের কঠোর অবস্থানে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। গতকাল বেলা চারটায় বুয়েটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তারা জানান, আবরার ফাহাদ হত্যার প্রেক্ষিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে বুয়েটে একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন অব্যাহত থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বুয়েট শিক্ষার্থী মাহমুদ রহমান সায়েম ও অন্তরা তিথি।

লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি তুলে নেয়ার ১৩তম দিন আজ চলছে। আমরা চাই প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে বুয়েটের কল্যাণের নিমিত্তে আমাদের দাবিগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করবে। আমরা চাই না প্রশাসনে থাকা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা পারস্পরিক দোষারোপ করে কাজের গতি স্থবির করে দিক। প্রশাসন সদিচ্ছা পোষণ করলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এখনও রয়ে গেছে। সময় ইতোমধ্যে অনেক গড়িয়েছে, প্রশাসন তৎপর হলে এ সময়ের মধ্যে

আরও অনেক অগ্রগতি প্রদর্শন করতে পারত। প্রয়োজনে আমরা সব সাধারণ শিক্ষার্থী উপাচার্য স্যারের সঙ্গে আবারও আলোচনায় বসতে তৈরি আছি। প্রশাসন তৎপর না হলে আমরা কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য হব।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, গত ৭ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হলে ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৮ অক্টোবর থেকে আমরা প্রথমে ৮ দফা এবং পরবর্তী সময়ে সংশোধিত ১০ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে থাকি। এই দাবিগুলো মূলত আবরার হত্যার বিচার নিয়ে এবং যেসব ফ্যাক্টরের জন্য এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে ক্যাম্পাস থেকে সেসব ফ্যাক্টর অপসারণ করা নিয়ে। এ সময় তারা তাদের ১০ দফা দাবির আপডেট তথ্য জানান।

প্রসঙ্গত, আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে বুয়েটের দাফতরিক কর্মকাণ্ড চললেও একাডেমিক কর্মকাণ্ড স্থবির রয়েছে। মামলার অভিযোগপত্র দাখিল ও সেখানে অভিযুক্তদের বুয়েট থেকে স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসে না ফেরার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে শিক্ষক সমিতির নেতারা বুয়েট উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অটল রয়েছে।